বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব

সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের ইকামা ট্রান্সফার, পেশা পরিবর্তন ও আউটপাস সংক্রান্ত

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১। যারা বৈধ হওয়ার সুযোগ পাবেনঃ

★ ৬ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখের পূর্বে ***গ্রিন, রেড, ইয়েলো যে কোন কোম্পানির বা যে কোন কফিলের অধীনে*** **যাদের ইকামার বৈধতা শেষ হয়েছে অথবা** ***যাদের ফাইনাল এক্সিট দেয়া হয়েছে*** **তাদের-**

- ☞ কোন প্রকার শাস্তি বা জরিমানা হবে না।
- ☞ তারা পূর্বের নিয়োগকর্তার নিকট ফেরত যেতে পারবেন, অথবা
- ☞ অন্য কোন নতুন নিয়োগকর্তার নিকট ট্রান্সফার হতে পারবেন। **এজন্য পূর্বের নিয়োগকর্তার অনুমতির প্রয়োজন হবে না।**
- ☞ *তবে গ্রিন, রেড, ইয়েলো বা যে কোন কোম্পানিতে যাদের ইকামার মেয়াদ শেষ হয়নি অথবা যাদেরকে হুরুব দেয়া হয়নি তারা বর্তমান কফিলের অনুমতি নিয়ে ইকামা ট্রান্সফার করতে পারবেন।*

২। নিয়োগকর্তা কর্তৃক পলাতক (হুরুব) ঘোষিতঃ

★ যে সকল প্রবাসী কর্মী নিয়োগকর্তা কর্তৃক পলাতক (হুরুব) ঘোষিত হয়েছেন কিংবা অনুপস্থিত রয়েছেন-

- ☞ তারা আগের নিয়োগকর্তার নিকট পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ফেরত যেতে পারবেন, **অথবা**
- ☞ নতুন কোন নিয়োগকর্তার নিকট ট্রান্সফার হতে পারবেন। এ জন্য আগের নিয়োগকর্তার অনুমতির প্রয়োজন হবে না।
- ☞ আগের নিয়োগকর্তার সাথে পাওনা বা অধিকার সংক্রান্ত কোন বিরোধ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট বিচার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।
- ☞ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে গৃহকর্মীগণ জাওয়াযাতের মাধ্যমে এবং বেসরকারী কোম্পানীর কর্মীগণ শ্রম অফিসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে পারবেন।

৩। যাদের কফিল নাই ঃ

★ কোন বিদেশী ইনভেস্টর সৌদি আরব হতে ফাইনাল এক্সিটে চলে গেলে এবং তার কোন প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে তাঁর অধীনে যে সকল প্রবাসীরা কর্মরত আছেন-

- ☞ তারা আগের নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়াই নতুন নিয়োগকর্তা পরিবর্তন (নকল কাফালা) করতে পারবেন অথবা
- ☞ এক্সিট ভিসায় চলে যেতে পারবেন।

৪। হজ্জ/ওমরাহ ভিসায় আগত অবৈধ অবস্থানকারীঃ

★ ০৩ রা জুলাই ২০০৮ তারিখের পূর্বে হজ্জ/ওমরাহ ভিসায় আগত অবৈধ অবস্থানকারীগণ-

- ☞ কোন ব্যক্তির অধীনে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে জাওয়াযাতের মাধ্যমে তাদেরকে বৈধ হতে হবে।
- ☞ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারবেন। **এক্ষেত্রে প্রথমে জাওয়াযাত তাদের তথ্য এন্ট্রি করবে এবং শ্রম অফিস শ্রমিক নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক বৈধ হওয়া যাবে।**
- ☞ তবে যারা ০৩/০৭/২০০৮ তারিখের পর ওমরাহ কিংবা হজ্জ ভিসায় সৌদি আরবে এসেছেন তাদেরকে আউটপাসের মাধ্যমে দেশে ফিরে যেতে হবে।

৫। ইকামা ট্রান্সফার বা স্পন্সরশিপ পরিবর্তন ঃ

★ যে কোন প্রবাসী কর্মী স্পন্সর পরিবর্তন করতে পারবেন-

- ☞ নিয়োগকর্তা কর্মীর ইকামা হালনাগাদ না রাখলে সংশ্লিষ্ট কর্মী চুক্তি বাতিল করে অন্য নতুন নিয়োগকর্তার অধীনে ট্রান্সফার হতে পারবেন। **এক্ষেত্রে আগের নিয়োগকর্তার অনুমতির প্রয়োজন হবে না।**
- ☞ নিয়োগকর্তা ট্রান্সফারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ না করলেও শ্রমিক তার কফিল পরিবর্তন করতে পারবেন।
- ☞ বৈধভাবে অবস্থানকারী গৃহকর্মীগণ কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার হতে চাইলে বর্তমান নিয়োগকর্তার অনুমতিক্রমে ট্রান্সফার নিতে পারবেন। শ্রম অফিসের মাধ্যমে ট্রান্সফার সম্পন্ন হবে।
- ☞ ০৬/০৪/২০১৩ইং তারিখের পর যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার হওয়া যাবেনা।
- ☞ *ইকামা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে জালিয়াতি বা প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইকামা ট্রান্সফার করার পর জাওয়াযাতের প্রিন্ট নিয়ে তাতে নিজের ও কফিলের নাম ঠিক আছে কিনা তা দেখে শিশ্চিত হবেন।*

★ **ইকামা ট্রান্সফার করার পদ্ধতি ঃ**

কোম্পানির অধীনে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্যঃ

- ☞ প্রথমে নতুন কফিলের সাথে বেতনাদি ঠিক করে নিতে হবে।
- ☞ কোম্পানি তার পাসওয়ার্ড দিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজ অফিস থেকেই ইকামা ট্রান্সফার করতে পারবে।
- ☞ কোম্পানির পাসওয়ার্ড না থাকলে পাসপোর্ট, ইকামা বা এর ফটোকপি এবং ডিমান্ড লেটারসহ কোম্পানির প্রতিনিধিকে সাথে করে মাকতাবুল আমলে গিয়ে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য মাকতাবুল আমল হতে অনুমোদনের কপি ও রেফারেন্স নম্বর নিতে হবে।
- ☞ মাকতাবুল আমল এর অনুমোদনের কপি রেফারেন্স নম্বর নিয়ে জাওয়াযাত অফিসে গিয়ে ইকামা ট্রন্সফার এর ফি জেনে নিতে হবে।
- ☞ তারপর আল-রাজী ব্যাংক বা রিয়াদ ব্যাংকে গিয়ে নির্ধারিত একাউন্ট নম্বরে ইকামা ট্রন্সফার ফি জমা দিতে হবে।
- ☞ এরপর জাওয়াযাত অফিসের ইকামা ট্রান্সফার সেকশনে গিয়ে নতুন কফিলের অধীনে নতুন ইকামা গ্রহণ করতে হবে।
- ☞ তবে কেউ **যদি বৈধভাবে কর্মরত থাকেন** এবং ইকামার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয় তাহলে তার ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য পুরাতন কফিলের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে।

অপর পাতা দেখুন

★ **ব্যক্তি কফিলের অধীনে হাউজ ড্রাইভার, হারেস ও অন্যান্য গৃহকর্মী হিসেবে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য:**

☞ প্রথমে নতুন কফিলের সাথে বেতনাদি ঠিক করে নিতে হবে।

☞ গৃহকর্মী হিসেবে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য পাসপোর্ট, ইকামা বা এর ফটোকপি এবং ডিমান্ড লেটারসহ নতুন কফিলকে সাথে করে জাওয়াযাতে যেতে হবে।

☞ জাওয়াযাত হতে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য অনুমোদন নিতে হবে।

☞ তারপর আল-রাজী ব্যাংক বা রিয়াদ ব্যাংকে গিয়ে নির্ধারিত একাউন্ট নম্বরে ইকামা ট্রন্সফার ফি জমা দিতে হবে।

☞ তারপর জাওয়াযাত অফিস হতে নতুন কফিলের অধীনে নতুন ইকামা গ্রহণ করতে হবে।

☞ তবে হাউজ ড্রাইভার, হারেস ও অন্যান্য গৃহকর্মী যদি **বৈধভাবে কর্মরত থাকেন** এবং তার ইকামার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয় তাহলে তার ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য পুরাতন কফিলের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৬। পেশা পরিবর্তন ঃ

☞ সব ধরণের কফিলের সকল পেশার শ্রমিকগণ তাদের কফিলের মাধ্যমে পেশা পরিবর্তন করতে পারবেন।

☞ পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনরূপ ফি প্রদান করতে হবে না।

★ **পেশা পরিবর্তন পদ্ধতি**

☞ কোম্পানি তার পাসওয়ার্ড দিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তার অধীনস্থ সকল শ্রমিকের পেশা পরিবর্তন করতে পারবেন।

☞ তবে কোন কোম্পানির বা কফিলের পাসওয়ার্ড না থাকলে প্রথমে কফিলের নিকট থেকে পেশা পরিবর্তনের আবেদন ফরম ষ্টাম্প বা সিল মেরে নিতে হবে।

☞ কফিল ব্যক্তি হলে পাসপোর্ট, ইকামা বা এর ফটোকপি,পেশাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এবং নির্ধারিত আবেদন ফরমসহ কফিলকে নিয়ে জাওয়াযাতে গিয়ে পেশা পরিবর্তন করার জন্য অনুমোদন নিতে হবে।

☞ কফিল কোম্পানি হলে পাসপোর্ট, ইকামা বা এর ফটোকপি, পেশাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এবং নির্ধারিত আবেদন ফরমসহ কফিলকে নিয়ে মাকতাবুল আমলে গিয়ে পেশা পরিবর্তন করার জন্য অনুমোদন নিতে হবে।

☞ পেশা পরিবর্তন করার জন্য অনুমোদন পাওয়ার পর জাওয়াযাত অফিস হতে নতুন কফিলের অধীনে নতুন ইকামা গ্রহণ করতে হবে।

৭। দেশে প্রত্যাবর্তন (ফাইনাল এক্সিট) ঃ

★ **যারা আগামী ০৩/০৭/২০১৩ তারিখের মধ্যে সৌদি আরব থেকে ফাইনাল এক্সিট ভিসা নিয়ে দেশে চলে যেতে চানঃ**

☞ তাদেরকে অতীতের অপরিশোধিত ইকামা ও ওয়ার্ক পারমিট ফি দিতে হবে না এবং কোন প্রকার শাস্তি ও জরিমানা হবে না।

☞ দেশ ত্যাগের সময় তাদের হাতের ছাপ (ফিঙ্গার প্রিন্ট) রেকর্ড করা হবে।

☞ তারা ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে নতুন ভিসায় সৌদি আরব আগমন করতে পারবেন।

☞ দেশে প্রত্যাবর্তনের কার্যক্রম জাওয়াজাত বা ইমিগ্রেশন বিভাগে প্রয়োজনীয় কাগজ যেমন-ইকামার কপি অথবা পাসপোর্টে ভিসার কপি অথবা ফিঙ্গার প্রিন্টের কপি অথবা জাওয়াযাত প্রিন্টের কপিসহ আউট পাস জমা দিয়ে এক্সিট নিতে হবে।

৮। দূতাবাস হতে নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহের নিয়মাবলী

১. যাদের নিকট পুরাতন পাসপোর্ট রয়েছে তারা দূতাবাস হতে পাসপোর্টটি হালনাগাদ করে নিবেন।

২. যাদের পাসপোর্ট বর্তমান কফিলের নিকট রয়েছে তারা কফিলের নিকট থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন; প্রয়োজনে মাকতাবুল আমল ও নতুন কফিলের সহযোগিতা নিতে পারেন।

৩. যাদের কফিল হুরুব দিয়েছেন অথবা যাদের পাসপোর্ট নাই তারা নতুন পাসপোর্টের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদন করতে পারেন:

☞ ০৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবিসহ আবেদন পত্র এবং আর্জেন্ট ফি ২৫০ রিয়াল

☞ নতুন কফিলের চাহিদাপত্র বা ডিমান্ড লেটার

☞ জাওয়াযাত প্রিন্ট

☞ পাসপোর্টের ফটোকপি/ জন্ম নিবন্ধন সনদ

☞ ইকামার ফটোকপি

৯। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়ঃ

১. সৌদি আরবে সকল প্রবাসী বাংলাদেশী আগামী ০৩ জুলাই ২০১৩ এর মধ্যে ইকামা ট্রান্সফার ও পেশা পরিবর্তন করতে পারবেন।

২. ০৩ জুলাই ২০১৩ তারিখের পরে অবৈধভাবে অবস্থানকারী প্রবাসী শ্রমিককে কাজে নিয়োগ/পরিবহন/আশ্রয় প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ যার শাস্তি ২ বৎসর কারাদণ্ডসহ সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ সৌদি রিয়াল জরিমানা।

৩. অবৈধভাবে অবস্থানকারীগণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে, বিলম্বের জন্য জেল ও জরিমানার সম্মুখীন হবেন।

৪. আগামী ০৩ জুলাই ২০১৩ তারিখের পরপরই ফ্রি ভিসার কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য অবৈধ শ্রমিক, কোম্পানী, কফিলদের বিরুদ্ধে আটক অভিযান পুনরায় শুরু করা হবে।

৫. সৌদি সরকার ফ্রি ভিসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেহেতু ফ্রি ভিসায় যারা কর্মরত আছেন তাদেরকে অতি শীঘ্র প্রকৃত কর্মের ভিত্তিতে ইকামা ট্রান্সফার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬. জাল পাসপোর্ট ও ইকামা এবং অন্য যে কোন জাল ডকুমেন্ট ব্যবহার করলে জেল-জরিমানাসহ কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

৭. তাই সবাইকে সৌদি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অত্যন্ত সীমিত সময়ের এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।